সংবাদ

তারিখ 23 NOV 2017
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৪

পিএসসি পরীক্ষা

শরণখোলায় শিক্ষকরাই নকল সরবরাহকারী!

প্রতিনিধি, শরণখোলা (বাগেরহাট)

বাগেরহাটের শরণখোলায় চলতি পিএসসি (সমাপনী) ও এবতেদায়ী-২০১৭ পরীক্ষায় কোমলমতি শিক্ষার্থীরা ব্যাপক নকলের সুবিধা নিচ্ছে বলে খবর পাওয়া গেছে। প্রথম দিন থেকেই এক শ্রেণীর অসাধু শিক্ষকরা পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষার্থীদের উত্তরপত্র বলে দেয়ার অভিযোগ ওঠে। এ ঘটনায় অবিভাবকরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, চলতি বছর উপজেলার ৪ ইউনিয়নের ৮টি কেন্দ্রে সরকারি ও বে-সরকারি ১৪৯টি প্রাথমিক স্কুল ও মাদ্রাসার ২৫৯৭জন কোমলমতি শিক্ষার্থী ৫ম শ্রেণীর সমাপনী পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করেন। সংশ্লিষ্ট শিক্ষকরা তাদের নিজ নিজ বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য ও পাশের হার বাড়িয়ে শিক্ষা বিভাগ থেকে বাহবা নেয়ার উদ্দেশ্যে এমন অনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ার পাশাপাশি কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মনের মধ্যে অনৈতিক কর্মকান্ডের সূচনা তৈরি করে জাতিকে মেধাশূন্য করার প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। বিভিন্ন ভাবে নকল সরবরাহের পাশাপাশি শিক্ষকরা নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর প্রতি কক্ষে কক্ষে পৌঁছে দেন শিক্ষার্থীদের। এ জন্য শিক্ষক সমিতির কতিপয় নেতা গোপন বৈঠকের মাধ্যমে পরীক্ষা শুরুর পূর্বে ৮টি কেন্দ্রে ৮ জন অভিজ্ঞ শিক্ষককে দায়িত্ব প্রদান করেন। দায়িত্বপ্রাপ্ত ওই শিক্ষকরা পরীক্ষার্থীদের শর্ট প্রশ্নের উত্তর বলে দেয়ার পাশাপাশি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্লাক বোর্ডে উত্তর লিখে দেন বলে কয়েকটি সূত্র জানায়।

সূত্রমতে, উপজেলা সদর রায়েন্দা, ধানসাগর, খোন্তাকাটা ও সাউথখালী ইউনিয়নের ৮টি কেন্দ্রে প্রত্যেক পরীক্ষায় ব্যাপক নকল সরবারহ করা হয়। নাম প্রকাশ না করার শর্তে, কয়েকজন শিক্ষার্থী বলেন, কোন প্রশ্ন না পারলে স্যারেরা উত্তর বলে দেয়। নৈব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তরপত্র প্রত্যেক কক্ষে কক্ষে সরবারহ করেন। অনেক সময় বোর্ডেও লিখে দেন। এমনকি আগামী ২৬ নভেম্বর গণিত পরীক্ষায়ও উত্তর পেতে কোন সমস্যা হবে না বলে ওই পরীক্ষার্থীরা জানান।

নাম প্রকাশে অনেচ্ছুক মেধাবী পরীক্ষার্থীদের কয়েকজন অভিভাবক ক্ষুব্দ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, পরীক্ষা কেন্দ্রে যে ভাবে উত্তরপত্র বলে দেয়া হয় তাতে ছেলে-মেয়েরা আর লেখা-পড়া করার প্রয়োজন মনে করবে না। তবে রায়েন্দা কেন্দ্রে হল সচিব ও ৭০নং মধ্য নলবুনিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ নজরুল ইসলাম বলেন, উত্তরপত্র বলে দেয়াসহ নকলের গুনজন শোনা যায়। তবে তার কেন্দ্রে এ ধরনের কোন ঘটনা নেই। অপর দিকে উপজেরা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক ও আমড়াগাছিয়া কেন্দ্রের হল সুপার ও দক্ষিণ রাজাপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ জাকির হোসেন বলেন, শিকক্ষার্থীদের সহযোগিতার কথা শোনা গেলেও বাস্তবে এর কোন সত্যতা নেই।

এ ব্যাপারে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মো. আশরাফুল ইসলাম বলেন, বিষয়টি তার জানা নেই, তবে খোঁজখবর নিয়ে দেখবেন। অপরদিকে, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা লিংকন বিশ্বাস জানান, এ বিষয়ে তার নিকট কেউ অভিযোগ করেননি। তবে আগামী দিনের পরীক্ষাগুলো কঠোর ভাবে তদারকী করা হবে।